Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 03-07-2026 15:22 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৮ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ৩ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯০ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

ইকো পার্কেই ১২৫ ফুটের শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি, শাহ সফরের আগে কাজে নজর বিজেপির!

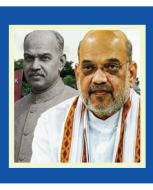

ডিম-বেগুন হামলার পরই রক্ষাকবচের আর্জি, হাই কোর্টে মহুয়া

শিক্ষায় ডিজিটাল ভারতের উৎকর্ষ! শিক্ষাগত তথ্য স্থানান্তর হল আরও সুরক্ষিত

সবাই মিলে রাজ্যকে দাঁড় করাতেই হবে’

বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবিরে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর থেকেই সব দলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার বার্তা দিয়ে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে একাধিক বৈঠকে বিরোধী দলের বিধায়কদেরও ডাক পাঠানো হয়েছিল। শুক্রবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিধায়কদের নিয়ে আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরেও একই ছবি দেখা গেল। সেখানে সব দলের বিধায়করাই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান থেকে ফের একবার সকলকে একসঙ্গে নিয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নবনির্বাচিত বিধায়কদের কাজ শেখার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি এদিন বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে বিধায়কদের নিয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মসূচি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। নতুন বিধায়কদের সংসদীয় রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।অনুষ্ঠানের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই ব্যবস্থাপনা যাঁরা করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ। সংসদের সচিব থেকে শুরু করে যাঁরা সাহায্য করেছেন, আপনাদের জন্যই এই সফল প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে।এদিন বাম ও তৃণমূল আমলের সরকারকে নিশানা করতেও ছাড়েননি তিনি। তাঁর কথায়, প্রথমে ৩৪ বছরে দলীয় অফিস থেকে সব হত। আর ১৫ বছরের কথা বলব না। কারণ এখানে বিরোধী দলনেতা আছেন, সকলে আছেন। নিজের বিধানসভার নিন্দা করা মুখ্যমন্ত্রীর শোভা পায় না।তৃণমূল আমলে বিরোধীদের

কীভাবে কোণঠাসা করে রাখা হত, এদিন সে প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, এখানে বিরোধী সাংসদ, বিধায়কদের কোনও মর্যাদা ছিল না। কোনও সরকারি প্রকল্প, সরকারি কর্মসূচিতে বিধায়কদের ডাকা হত না। কিছু বিধায়কদের ডাকা হত রাজনৈতিক পরিচয় দেখে। শেষ পাঁচ বছরে বিরোধী দলনেতাকে একবারও ডাকেননি। গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের আগে বারবার বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করা হত।এরপরই সব বিধায়ককে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আজ সকল বিধায়ককে ভালো করে কাজ শিখতে হবে। প্রথমবার যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের শিখতে হয়। আপনাদের এই দু'দিন ভালো করে শিখতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে রাজ্যকে দাঁড় করাতে হবে।

থানায় হাজির অপরূপা

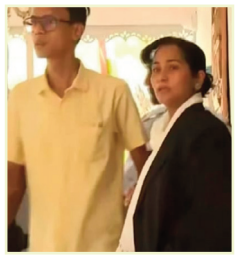

নয়া জামানা ঃ দ্বিতীয়বারের তলবে অবশেষে শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের। শুক্রবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে থানায় হাজিরা দেন তিনি। পরনে আইনজীবীর পোশাক এবং সঙ্গে আইনজীবীকে নিয়ে থানায় পৌঁছন প্রাক্তন সাংসদ। স্বামীর গ্রেপ্তারির সময় পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে। তাতেই পরপর দু'বার থানায় তলব করা হয় অপরূপাকে।

শুভেন্দু-প্রেম সিং বৈঠক

নয়া জামানা ঃ নবান্নে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। বৈঠকে দুই রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এক্স হ্যান্ডেলে ছবি পোস্ট করে সাক্ষাতের বিষয়টা নিজেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।

রাস্তা আটকে শহীদ দিবস, আদালত

অবমাননায় মমতা-অভিষেকের হলফনামা তলব

নয়া জামানা ঃ রাস্তা আটকে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ আয়োজন করে আদালত অবমাননার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে দুই তৃণমূল নেতৃত্বকে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। এরপর দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা পড়লে আগামী ১৭ আগস্ট মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।এদিন শুনানিতে বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করবেন। তখনই প্রশ্ন ওঠে, অভিষেকের বিরুদ্ধে কে লড়বেন? এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে কল্যাণবাবু কিছুটা ইতস্তত করেন। এর প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, প্রয়োজনে তাঁর বিরুদ্ধে রুল জারি করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি

অভিষেকের বিধানসভায় সই জাল সংক্রান্ত মামলা থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার পর ক্ষুব্ধ কল্যাণ জানিয়ে দিয়েছিলেন আর অভিষেকের হয়ে মামলা লড়বেন না তিনি। এই কারণেই শুক্রবার তাঁর ইতস্তত মনোভাব বলে মনে করা হচ্ছে।২০১৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ রাজ্যের মোট ৩৮টি রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, বড় রাজনৈতিক সভা বা মিছিলের কারণে কলকাতায় প্রবল যানজট তৈরি হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। অ্যাম্বুল্যান্স-সহ জরুরি পরিষেবাও বাধাপ্রাপ্ত হয়, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছিল আদালত। রাজনৈতিক সভার জন্য সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে না; এমনটাই স্পষ্ট করে জানিয়েছিল হাই কোর্ট।সেই নির্দেশে আদালত বলেছিল, কোনও সভার জন্য বড় বা প্রধান রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না। পথচারী ও যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তার একাংশ খোলা রাখতে হবে। জরুরি পরিষেবা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সভা বা মিছিলে কোনওরকম ভাঙচুর বা অশান্তি হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিল আদালত।তবে অভিযোগ, এই নির্দেশ উপেক্ষা করেই বছরের পর বছর ধরে রাস্তা আটকে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের সমাবেশ আয়োজিত হয়ে আসছে। এই প্রেক্ষিতেই আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হলফনামা তলবের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 03-07-2026 15:22 Page 2

টাইম ট্রাভেল ঘিরে তোলপাড়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সময় ভ্রমণ বা টাইম ট্রাভেল সত্যিই সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বহু বছর ধরেই বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে। এর মধ্যেই এক যুবকের দাবি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে শুরু হয়েছে আলোচনা। তাঁর দাবি, তিনি নাকি বর্তমান সময় থেকে ৯২ বছর ভবিষ্যতে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কী ঘটবে, সে সম্পর্কেও একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন তিনি।ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি ভবিষ্যতের পৃথিবীতে গিয়ে দেখেছেন যে বিশ্ব এক ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়বে। তাঁর দাবি, আগামী দিনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে। সেই যুদ্ধে আগের যে কোনও যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অত্যাধুনিক ড্রোন, রোবট এবং শক্তিশালী অস্ত্র যুদ্ধের চেহারাই বদলে দেবে বলে তিনি দাবি করেছেন।

ওই যুবকের আরও দাবি, যুদ্ধের ফলে বহু দেশ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। কোটি কোটি মানুষ সমস্যায় পড়বেন এবং বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসবে। তবে তাঁর মতে, এই কঠিন সময় কাটিয়ে মানবসভ্যতা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের মানুষ আরও উন্নত জীবনযাপন করবে বলেও তিনি দাবি করেছেন।তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কেউ তাঁর কথাকে বিশ্বাস করেছেন, আবার অনেকেই পুরো ঘটনাকে নিছক প্রচারের কৌশল বা কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক নেটিজেন মজার মন্তব্যও করেছেন।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই ব্যক্তির দাবির পক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তিনি সত্যিই ভবিষ্যতে গিয়েছিলেন, এমন কোনও তথ্য বা নথিও সামনে আসেনি। তাই তাঁর বক্তব্যকে সত্য বলে মানার কোনও ভিত্তি নেই।বিজ্ঞানীদের মতে, সময় ভ্রমণ নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। পদার্থবিদ্যার কিছু তত্ত্বে সময় ভ্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা থাকলেও, মানুষ বাস্তবে ভবিষ্যতে গিয়ে আবার বর্তমান সময়ে ফিরে এসেছে, এমন কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই এই ধরনের ভাইরাল ভিডিও বা দাবিকে তথ্য হিসেবে নয়, বরং বিনোদনমূলক বিষয় হিসেবেই দেখা উচিত। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত দাবি যাচাই না করে বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

১০৫ বছরের বৃদ্ধার আসল পরিচয় জেনে চমকে উঠল দেশ !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ১০৫ বছর বয়সে পা দিলেন চীনের লং মার্চের শেষ জীবিত সৈনিক ওয়াং কুয়ানইং। গত ২৫ জুন সিচুয়ান প্রদেশে ধুমধাম করে তাঁর জন্মদিনটি উদযাপন করা হয়েছে। এ বছর চীনের সেই ঐতিহাসিক লং মার্চ বিজয়ের ৯০তম বার্ষিকী। এই বিশেষ মুহূর্তে শতায়ু পার করা এই সেনানীকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর সিচুয়ানের ডুজিয়াংইয়ানের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন পিপলস লিবারেশন আর্মি -এর একদল তরুণ সেনা।হুইলচেয়ারে বসা, গায়ে রেড আর্মির সেই পুরনো জলপাই রঙের উর্দি, আর মাথায় লাল তারার টুপি; ১০৫ বছরের এই বৃদ্ধা যখন তরুণ সেনাদের সামনে তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতটি কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ জানালেন, তখন ঘরের পরিবেশ আবেগঘন হয়ে ওঠে। নিজের পুরনো ইউনিফর্মে হাত বুলিয়ে এবং ব্যাটালিয়ানের পতাকার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সময় তাঁর চোখ দুটো যেন ফিরে গিয়েছিল প্রায় এক শতাব্দী আগের সেই উত্তাল দিনগুলোয়।জন্মদিন উপলক্ষে এই প্রবীণ যোদ্ধার হাতে তুলে দেওয়া হয় এক বিশেষ উপহার। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ডিফেন্স টেকনোলজি এবং কমিউনিকেশন ইউনিভার্সিটি অব ঝেজিয়াং-এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে ওয়াংয়ের দুটি কিশোরী বয়সের প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন। একটিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৫ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে যখন তিনি রেড আর্মিতে যোগ দেন, সেই সময়ের অবয়ব। আর অন্যটি তার ঠিক দু'বছর পরের, যখন লং মার্চের কঠিন পথ পাড়ি দিতে গিয়ে দলছুট হয়ে পড়েছিলেন ১৬ বছরের এক কিশোরী। নিজের সেই ফেলে আসা চেনা মুখ দুটি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধা। মুখে ফুটে ওঠে এক চিলতে অমলিন হাসি, আলতো করে দেখান বুড়ো আঙুল।১৯২১ সালে সিচুয়ান প্রদেশের জিনচুয়ান কাউন্টিতে জন্ম নেওয়া ওয়াং কুয়ানইং মাত্র ১৪ বছর বয়সেই দেশ ও আদর্শের টানে নাম লেখান রেড আর্মিতে। ফোর্থ ফ্রন্ট আর্মির নার্স ও লজিস্টিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। চিয়াং কাই-শেক-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে কমিউনিস্টদের সেই ঐতিহাসিক ১০,০০০ কিলোমিটারের দীর্ঘ ও দুর্গম পথযাত্রায় সামিল ছিলেন তিনিও। সেই যাত্রাপথে ১৮টি পর্বতমালা আর ২৪টি উত্তাল নদী পার হতে হয়েছিল তাদের। বরফে ঢাকা পাহাড় পেরোনোর সময় তীব্র ঠান্ডায় ফ্রস্টবাইটের শিকারও হয়েছিলেন ওয়াং। এরপর ১৯৩৬ সালে এক সামরিক অভিযানের সময় নিজের দলের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি।দলছুট হওয়ার পর সিচুয়ানের ওয়েনচুয়ানে এসে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যান ওয়াং। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই কাটছিল দিন। দীর্ঘ কয়েকটা দশক তিনি কাউকেই জানতে দেননি যে, তিনি একসময়ের সেই ঐতিহাসিক লং মার্চের লড়াকু সৈনিক ছিলেন। অবশেষে ঘটনার প্রায় ৪৮ বছর পর, ১৯৮৪ সালে সরকারিভাবে তাঁর পরিচয় যাচাই করা হয় এবং তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বা সামরিক প্রবীণ সৈনিকের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়।আজ যখন চীনের লং মার্চের আর কোনও সাক্ষী বেঁচে নেই, তখন ১০৫ বছর বয়সী ওয়াং কুয়ানইং এক জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর এই জন্মদিন কেবল একটি সংখ্যার উদযাপন নয়, বরং এক অদম্য লড়াই ও সহনশীলতার ইতিহাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

কলকাতার গা ঘেঁসে এবার বঙ্গোপসাগরে পৌঁছচ্ছে চীন !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চীন তার এক দশকের পুরনো সংযোগ-স্থাপনের স্বপ্নকে ফের সামনে নিয়ে এসেছে। তবে এবার তারা ভারতকে এর বাইরেই রেখেছে। 'চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডোর' (সিএমবিসি) বেজিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর একটি নতুন পথের হদিশ। কিন্তু এই পথটি বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।গত মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চার দিনের বেজিং সফরের সময় চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডোরের বিষয়টি উঠে আসে। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 'বৃহত্তর আঞ্চলিক সংযোগের' লক্ষ্যে এই করিডোর এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে 'গ্রেট হল অফ দ্য পিপল'-এ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে উভয় পক্ষ আলোচনা করেছে।বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বৃহস্পতিবার বলেন, আমরা প্রায় ১৫ বছর আগে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে চীন যে ফলাফল আশা করেছিল, তা অর্জিত হয়নি।ভারত এই করিডোরে যোগ দিতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইয়াও ওয়েন বলেন, অন্য দেশগুলো যদি যোগ দিতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের জন্যও এটি উন্মুক্ত।বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত জানান, এই করিডোর পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল সংযোগ স্থাপন এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা।প্রস্তাবিত এই করিডোরটি চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং থেকে শুরু হয়ে মিয়ানমারের মান্দালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সেখান থেকে এটি দু'টি শাখায় বিভক্ত হবে। একটি শাখা ইয়াঙ্গুনের দিকে এবং অন্যটি রাখাইন রাজ্যের কিয়াউকফিউ গভীর সমুদ্রবন্দরের দিকে যাবে। চীন রাখাইন হয়ে এটিকে বাংলাদেশের দিকে আরও সম্প্রসারিত করতে চায়, যাতে এটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের সঙ্গে বেজিংয়ের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠবে।চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডোর' (সিএমবিসি) হল একটি পুরোনো ও আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনারই নতুন রূপ। নব্বইয়ের দশকে, মান্দালয় ও ঢাকার মধ্য দিয়ে কুনমিং থেকে কলকাতাকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার করিডোরের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর বিষয়ে ভারতের ক্রমবর্ধমান সংশয় এবং চীন-ভারত সম্পর্কের সামগ্রিক অবনতির কারণে বিসিআইএম প্রকল্পটি আর টিকে থাকতে পারেনি। ২০১৯ সালের মধ্যেই বিআরআই-এর আওতাভুক্ত করিডোরগুলোর আনুষ্ঠানিক তালিকা থেকে বিসিআইএম-কে নীরবে বাদ দেওয়া হয়।এই করিডোরের মূল পথটি কুনমিং থেকে মিয়ানমারের উপকূল পর্যন্ত প্রায় ১,৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এটি সরাসরি রাখাইন রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, যা মিয়ানমারের চলমান গৃহযুদ্ধে অন্যতম সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল।রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২০২৬ সালের একটি ব্রিফিং অনুযায়ী, মিয়ানমারের জুন্টা সরকার এখন দেশটির ভূখণ্ডের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিরোধ বাহিনী ও জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দখলে রয়েছে আনুমানিক ৪২ শতাংশ এলাকা।

বাকি অংশটি বিতর্কিত অথবা সেখানে সক্রিয় সংঘাত চলছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মান্দালয়-কিয়াউকফিউ রেলপথ প্রকল্পের বিষয়ে ২০২১ সালে মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও, পরবর্তী বছরগুলোতে এর নির্মাণকাজের কোনও সময়সূচিই নির্ধারিত হয়নি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 03-07-2026 15:22 Page 3

কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণ-চাকরির দাবিতে দেহ আটকে বিক্ষোভ

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , দুর্গাপুর ঃ কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি কারখানা চত্বরে। মৃত শ্রমিকের দেহ ফেলে রেখে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান আত্মীয় পরিজনরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। কোকওভেন থানার অন্তর্গত ডিপিএল প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন একটি বেসরকারি কারখানায় কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ঠিকা শ্রমিক। কারখানার ভেতরেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কারখানা চত্বরে ভিড় জমান মৃতের আত্মীয় পরিজন ও অন্যান্য শ্রমিকরা।মৃতদেহ কারখানার সামনেই রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের একজনকে কারখানায়

চাকরি দিতে হবে। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মৃতের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

নিয়ম মেনে যা করার তা করা হবে।এই ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, ইএসআই সহ সরকারি সুযোগ সুবিধে ছাড়াই ঠিকাদাররা কীভাবে শ্রমিকদের কাজ করানোর দুঃসাহস দেখায়। শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, বেশিরভাগ বেসরকারি কারখানায় ঠিকা শ্রমিকদের ন্যূনতম সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় না। ফলে দুর্ঘটনা বা অসুস্থতায় মৃত্যু হলে পরিবারগুলি চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে।পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আপাতত কারখানা চত্বরে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

তলব এড়িয়ে ওসিকে আক্রমণ হুমায়ুনের

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর-এর। এবার থানার তলব প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শক্তিপুর থানার ওসিকে কটাক্ষ করে বিতর্কে জড়ালেন তিনি।'স্যাটাভাঙা মার' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে তুমুল বিতর্ক চলছে। সেই মন্তব্যের জেরে শক্তিপুর ও রেজিনগর;দুই থানাই বিধায়ককে হাজিরার নোটিস দেয়। শুক্রবার শক্তিপুর থানায় তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, সেখানে যাবেন না।শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, ওসি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই নাকি বলছেন তাঁর বাবা এসেছে। এরপর তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তিনি এসপিকে জানিয়ে শক্তিপুর থানায় গিয়ে তাঁর নতুন বাবা-র সঙ্গে দেখা করবেন এবং

প্রয়োজনে মাকেও নিয়ে যাবেন, যাতে তিনি তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেন কি না, তা দেখা যায়। এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।এছাড়া তিনি জানান, পরদিন রেজিনগর থানায় হাজিরা দিতে গেলে প্রায় এক হাজার সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে ওই সমর্থকেরাও তাঁর সঙ্গে যাবেন।প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে রেজিনগরের কাশীপুরে এক জনসভায় হুমায়ুন কবীর বিজেপিকে উদ্দেশ করে বিতর্কিত 'স্যাটাভাঙা মার' মন্তব্য করেছিলেন। পরে শক্তিপুরের আরেক সভায় তিনি স্থানীয় ওসিকে লক্ষ্য করেও কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। ওই বক্তব্যগুলি প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।বিরোধী শিবির তাঁর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে। এরপর পুলিশ দুটি পৃথক মামলায় তাঁকে হাজিরার নোটিস দেয়। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিসও পৌঁছে দেওয়া হয়।

এআই-চালিত ভার্চুয়াল বিজনেস প্ল্যাটফর্ম বিজনেস আলাদিন-এর উদ্বোধন

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভারতের এআই-চালিত ভার্চুয়াল বিজনেস এক্সিবিশন প্ল্যাটফর্ম, বিজনেস আলাদিন, আজ কলকাতার 'দ্য পার্ক'-এ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় রাজ্যসভা সাংসদ শ্রী সমিক ভট্টাচার্য, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা এবং বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যমকর্মী।

এআই-চালিত ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং এবং ভার্চুয়াল ট্রেড সলিউশনের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রমাণ দেয়।অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাতা অভিক দাস, প্রতিষ্ঠাতা অমিত সাহা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সুচিস্মিতা সাহা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য সাহা, যারা বিজনেস আলাদিনের পেছনের ভাবনা এবং ডিজিটাল যুগে

ব্যবসার যোগাযোগের পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য তুলে ধরেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠাতা অভিক দাস প্রধান অতিথি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে স্বাগত জানানোর পর বিজনেস আলাদিন প্ল্যাটফর্ম এবং এর এআই-চালিত সক্ষমতাগুলো পরিচয় করিয়ে দেন।তাঁর মূল বক্তব্যে, শ্রী শমিক ভট্টাচার্য এই উদ্যোগটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে বিজনেস আলাদিনের মতো স্টার্টআপগুলো শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকেই নয়, ভারত সরকারের কাছ থেকেও সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতিকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং ৭০টিরও বেশি ভাষায় যোগাযোগ করতে সক্ষম প্ল্যাটফর্মের এআই-চালিত ভার্চুয়াল রিসেপশনিস্ট সোফিয়ার মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্য বিজনেস আলাদিনের প্রশংসা করেন।

দার্জিলিংকে জিরো কার্বন শহর ঘোষণার আরজি পর্যটনমন্ত্রীকে

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ দার্জিলিংকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিরো কার্বন শহর হিসেবে ঘোষণা করার আর্জি জানানো হল রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছে। ক্রমবর্ধমান পর্যটক সংখ্যা এবং তার জেরে বেড়ে চলা যানবাহনের ধোঁয়ায় শৈলশহরের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম। সংগঠনের কনভেনর রাজ বসুর আশঙ্কা, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।পর্যটন সংক্রান্ত প্রায় ৩০ পাতার একটি প্রস্তাবনা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছে সংগঠনটি, যেখানে দার্জিলিংয়ের জন্য আলাদা একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। এই বছর গ্রীষ্মের মরশুমে দার্জিলিংয়ে পর্যটকের ভিড় যেভাবে উপচে পড়ে, তার জেরে হোটেলে ঠাঁই না পাওয়া এবং গাড়িভাড়া কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার কথা উল্লেখ করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমাধানের আর্জি জানানো হয়েছে। পর্যটনের প্রসারে দার্জিলিং থেকে পশ্চিম সিকিমের নামচি পর্যন্ত রোপওয়ে দিয়ে সংযুক্ত করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।রাজ বসু জানান,

দার্জিলিংয়ে ওভার ট্যুরিজম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে কয়েকদিন আগে একটি বৈঠক হয়। সেখান থেকেই উঠে আসে প্রস্তাব; সরকারিভাবে দার্জিলিংকে জিরো কার্বন শহর হিসেবে ঘোষণা করা হোক। তাঁর মতে, এমনটা হলে একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পর্যটকরা গাড়িতে যেতে পারবেন, তারপর তাঁদের হাঁটতে হবে অথবা ব্যাটারিচালিত গাড়িতে ঘুরতে হবে। এর ফলে শৈলশহরে দূষণের মাত্রা কমবে এবং দেশ-বিদেশের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে দার্জিলিং শহর থেকে প্রশাসনিক কার্যালয়গুলি সরিয়ে মংপুতে স্থানান্তরের প্রস্তাবও দিয়েছে সংগঠনটি। রাজ বসুর বক্তব্য, পর্যটক ছাড়াও প্রশাসনিক কাজের জন্য পাহাড়ি পথে প্রতিদিন কয়েকশো গাড়ি চলাচল করে, যা দূষণ বাড়ানোর অন্যতম কারণ। মংপুতে সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশনের প্রচুর জমি ফাঁকা পড়ে থাকায় সেখানে সহজেই প্রশাসনিক কার্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব বলে তাঁর দাবি। অবস্থানগত দিক থেকেও মংপু সুবিধাজনক জায়গা বলে মনে করেন তিনি, কারণ সেখানে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রস্তাবের জবাবে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, পরিবেশ নষ্ট করে কোথাও পর্যটন বিকাশ করা হবে না। দার্জিলিংয়ে ইকো অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। এ ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী, যেগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 03-07-2026 15:22 Page 4

মুর্শিদাবাদের কাঠগোলা বাগানবাড়ির নাম ঘিরে আছে কোন রহস্য ?

বাংলার নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ঢাকা থেকে সুবাহ বাংলার রাজধানী এখানে সরিয়ে আনেন মুর্শিদকুলি খাঁ। এক সময়ে তিনি নবাব হয়ে উঠলেন। বাংলার সিংহাসনে তারপর বসেছিলেন সরফরাজ খাঁ, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদদৌলা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমতে শুরু করে, আর ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে কলকাতা। মুর্শিদাবাদের মায়াবী আকর্ষণ কিন্তু তাতে নষ্ট হয়নি। আজও তার অলি-গলি-রাঙ্গ স্তায় ইতিহাস কথা বলে। পর্যটক আর গবেষকরা এক অমোঘ টানে নবাবদের শহরে ছুটে যান। মুর্শিদাবাদের সবথেকে জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তরে আছে কাঠগোলা বাগানবাড়ি। বাগানে ঘেরা বিশাল স্থাপত্য আর জমকালো সব ভাস্কর্য মুগ্ধ করার মতোই। জায়গাটার নাম কেন 'কাঠগোলা' হল, তা নিয়ে দু'টি মত প্রচলিত। বাগানে ঢোকার মুখে দেখা যায় একটা বড়ো নহবত গেট, তার সামনে পূর্ব-পশ্চিমে রাস্তা চলে গিয়েছে। লোকে বলেন, এই রাস্তার দু'পাশে ছিল কাঠের গোলা। সেখান থেকে এই নামটা এসেছে বলে মনে করেন অনেকে। এই বাগানবাড়ি ফুলের জন্যও বিখ্যাত ছিল। বাগানের নানা ফুলের মধ্যে গোলাপের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। অনেকের বিশ্বাস, কাঠগোলাপের থেকেই বাগানবাড়ির নাম হয়েছে কাঠগোলা। এই জায়গাটি কিনে বাগানবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন জিয়াগঞ্জের রাজা লক্ষ্মীপৎ সিং দুগর। লক্ষ্মীপৎ, জগপৎ, মহীপৎ এবং ধনপৎ - এই চার ভাই এখানে থাকতেন। এখনও বাগানে ঢুকলে দেখা যায় এই চার ভাইয়ের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি। তাঁদের আমলেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আদিনাথের মন্দির। এই জৈন মন্দির কাঠগোলা বাগানবাড়ির অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। স্থানীয় মানুষরা বলে থাকেন, বাগানের পুব দিকে পুরোনো মসজিদ আর কবরস্থানের পাশে একটি ইঁদারা থেকে প্রচুর গুপ্তধন পেয়েছিলেন তাঁরা। তার সাহায্যেই বাগান এবং মন্দির গড়ে তোলা হয়। অনেকে বলেন, এই চার ভাই ছিলেন দস্যু লুটেরা। আবার কেউ বলেন, তাঁরা আসলে ছিলেন ব্যবসায়ী। এক সময়ে এই বাগানবাড়িতে নিয়মিত জলসা হত। নবাব এবং অভিজাতদের যাওয়া আসা ছিল এখানে। ইংরেজরাও এখানে আসতেন।

মুর্শিদাবাদে ব্রিটিশদের ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রেও এই বাগানবাড়ি জড়িয়ে ছিল। বাগানের ভিতর একটি সুড়ঙ্গপথ আছে, যা ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত। ওই গোপন পথে জগৎশেঠদের বাড়ি যাওয়া যেত বলে শোনা যায়। এখানকার প্রাসাদ, সংগ্রহশালা, বাগান, আদিনাথ মন্দির, চিড়িয়াখানা, বাঁধানো পুকুর, গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে ভিড় করেন প্রচুর মানুষ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।